019

তারিখ 22 OCT 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক সংবাদ

কুড়িগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা বিঘ্নিত হচ্ছে

কুড়িগ্রাম, ১৯শে অক্টোবর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।-কুড়িগ্রাম জেলার ৯টি উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা নানা সমস্যায় জর্জড়িত হয়ে পড়েছে। প্রধান সমস্যা হলো প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাব গৃহ সমস্যা, শিক্ষা উপকরণের অভাব, প্রশাসনিক দুর্বলতা।

কুড়িগ্রাম সদর উপজেলাসহ উলিপুর, চিলমারী, রৌমারী, রাজিবপুর, রাজারহাট, নাগেশ্বরী, ফুলবাড়ী ও ভুরুংগামারী উপজেলায় প্রাথমিক পর্যায়ে লেখা পড়া করার জন্য প্রায় ৪ লাখ শিশু রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ১ লাখের মত শিশু লেখা পড়ার সুযোগ পেয়ে থাকে। অবশ্য এক সরকারী হিসাবে খাতা কলমে প্রায় ১ লাখ ৩৫ হাজার শিশু প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে বলে বলা হয়েছে। এর মধ্যে সরকারের সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ৫৩৮টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৭৭ হাজার ৩৯১ জন ছাত্র এবং ৪৩ হাজার ৭৫০ জন ছাত্রী লেখাপড়া করছে। আর বেসরকারী ৫১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৩ হাজার ৪০০ জন। এর মধ্যে আবার মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয় সাথে যুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীও রয়েছে। অধ্যয়নরত ১ লাখ ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে প্রায় ৫০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী নিয়মিত স্কুলে যাতায়াত করে থাকে। প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণী হতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা খাতা কলমে গড়ে ২০০ জন করে দেখানো হলেও অধিকাংশ বিদ্যালয়ে গড়ে দৈনিক ৫০ জন ছাত্রছাত্রীর বেশী উপস্থিত থাকতে দেখা যায় না।

কুড়িগ্রাম জেলায় ৫৩৮টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য যেখানে ২ হাজার ৬৯০ জন শিক্ষকের প্রয়োজন সেখানে শিক্ষক রয়েছেন ২ হাজার ৫১০ জন। ১৮০টি শিক্ষকের পদ শূন্য পড়ে আছে। অবশ্য কুড়িগ্রাম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসসূত্রে ৫৪ জন শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। এছাড়া ৫১টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ২৯৫ জন শিক্ষকের স্থলে শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ২০০ জন। এছাড়া ১২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দীর্ঘ দিন থেকে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে।

অপর দিকে কুড়িগ্রাম জেলার ৯টি উপজেলায় অবস্থিত ৫৩৮টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখা-পড়ার পরিবেশ নেই। এই বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে কোনটির বেড়া ছাউনি, দরজা জানালা নেই। চিলমারী, রৌমারী, রাজিবপুর, নাগেশ্বরী ও ফুলবাড়ী উপজেলায় এমন কয়েকটি বিদ্যালয় রয়েছে যা ঝড়ে বিধ্বস্ত ও নদীর ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর আজ পর্যন্ত তা সংস্কার করা হয়নি। অত্র জেলার ৬৯টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার করা প্রয়োজন বলে কুড়িগ্রাম জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে।

কুড়িগ্রাম জেলার প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কম-বেশী শিক্ষা উপকরণের অভাব রয়েছে। এর মধ্যে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে চেয়ার টেবিল ও বেঞ্চের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। কোন কোন বিদ্যালয়ে আবার চেয়ার, টেবিল, ইত্যাদি নেই বললেই চলে। জেলার অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পানীয় জল ও শৌচাগারের কোন ব্যবস্থা নেই।

প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণেও এজেলার প্রাথমিক শিক্ষা বিঘ্নিত হচ্ছে।

ভুরুংগামারী উপজেলায় অবস্থিত দক্ষিণ বলদিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি গত ২৩ বছরেও কোন উন্নতি হয়নি।

উক্ত বিদ্যালয়ে মাত্র দু'জন শিক্ষক রয়েছেন। এছাড়া বিদ্যালয়টিতে বর্তমানে কোন প্রধান শিক্ষক নেই। ঝড়-বৃষ্টিতে বিদ্যালয়ের কাঁচা ঘরটি ভেঙ্গে পড়ে যাওয়ায় বর্তমানে গাছের তলায় বসে ক্লাস চালাতে হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে অবহিত করা সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না।